ইউনিট ৫
হিসাব চক্র
(Accounting Cycle)

ভূমিকা

হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে লেনদেন সম্পন্ন বা সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে সাহায্যকারী হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাস করে সাহায্যকারী বই থেকে পাকা হিসাবের বইতে স্থানান্তর করতে হয়। পরে হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার প্রয়োজন হয়। পরবীতে পর্যাক্রমে ফলাফল নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নির্ণয়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরিবেশন এবং ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে হয়। এ ইউনিটে হিসাব চক্রের সংজ্ঞা, ধাপসমূহ ও হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১
হিসাব চক্রের সংজ্ঞা
Definition of Accounting Cycle

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব চক্র কি তা বলতে পারবেন
- হিসাব চক্রটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারবেন।

হিসাব চক্র (Accounting Cycle)

হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞান হল একটি ধারাবাহিক ও সুশৃংখল কার্য প্রক্রিয়া। **যে ধারাবাহিকতায় চক্রাকারে হিসাব কার্যক্রম আবর্তিত হয় তাকে হিসাব চক্র বলে।**

বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৎসরে লক্ষাধিক লেনদেন সংগঠিত হয়। এই বিপুল সংখ্যক লেনদেন বিভিন্ন উৎস দলিল (যেমন-রশিদ, মেমো, ভাউচার, চালান, দেনা-পাওনা বই ইত্যাদি) এর ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্যকারী হিসাবের বই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত সকল লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, আয়, ব্যয়, দায় বা সম্পত্তির হিসাব অনুসারে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর খতিয়ানে সংরক্ষিত হিসাবের জেরসমূহ নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয। সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের সমন্বয় সহকারী ও সমাপনি দাখিলা হিসাবভুক্ত করার পর আর্থিক বিবরণীসমূহ যেমন-ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়। সব শেষে আর্থিক বিবরণীসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। **হিসাব কার্যক্রমের এই নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ও পুনরাবৃত্তিকে হিসাব চক্র বলে।**

হিসাববিজ্ঞানের চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হিসাব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। যেমন-

- লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ;
- শ্রেণীবদ্ধকরণ;
- সংক্ষিপ্তকরণ;
- চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন; ও
- ফলাফল বিশ্লেষণ।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যতদিন সচল থাকবে, ততদিন হিসাবের এই সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চলতে থাকবে। হিসাবের এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যেভাবে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় তাকে হিসাব চক্র বলে।

হিসাব চক্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক J.R. Batliboi বলেন,"*The order or sequence in which the accounting procedures are performed is known as accounting cycle*" . অর্থাৎ "যে ক্রম বা ধারাবাহিকতায় হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে হিসাব চক্র বলে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রমের একটি সুসংহত, সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হচ্ছে হিসাব চক্র। অর্থাৎ যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংঘটিত লেনদেন প্রথমে জাবেদায় লিখন, দ্বিতীয় ধাপে জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তর, ৩য় ধাপে খতিয়ান উদ্বৃত্ত দিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, ৪র্থ ধাপে সমন্বয় ও সমাপনি দাখিলা, ৫ম ধাপে আর্থিক বিবরণী তৈরী ও শেষ ধাপে বিবরণী বিশ্লেষণকরণ কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা হয় তাকে হিসাব চক্র বলে। নিম্নে একটি হিসাব চক্রের চিত্র দেয়া হলো ঃ

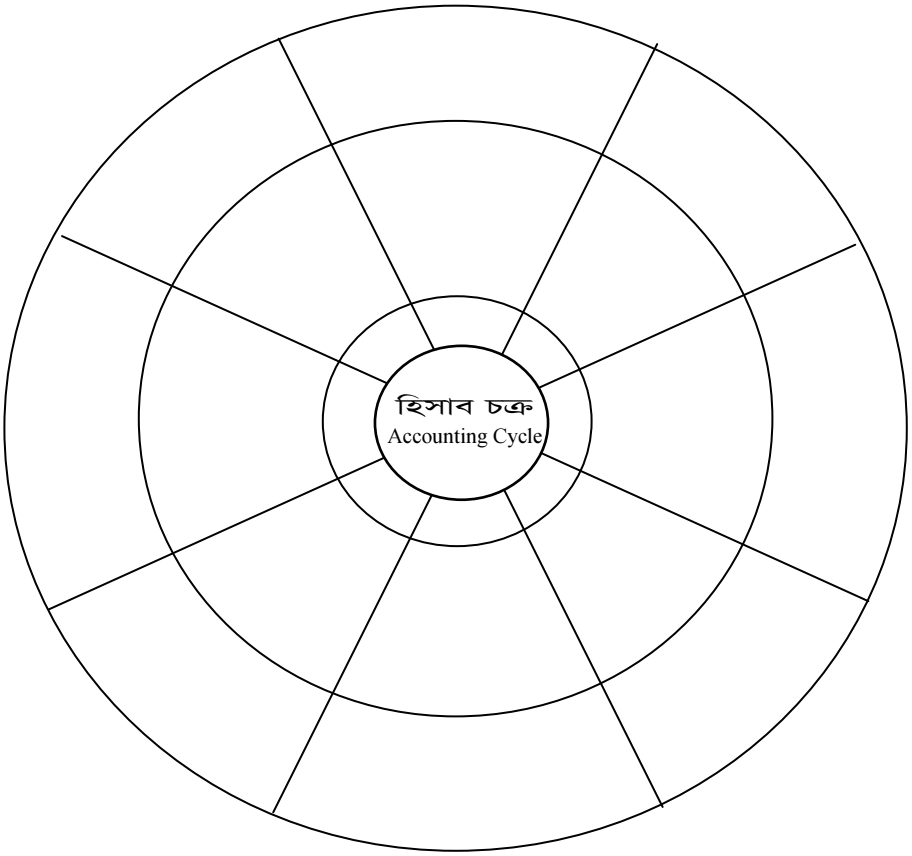

চিত্র ঃ হিসাবচক্র দেখানো হল

পাঠ সংক্ষেপ

- যে ধারাবাহিক ও চক্রাকার পদ্ধতিতে হিসাব বিজ্ঞানের কার্যাবলী ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয় তাকে হিসাবচক্র বলে। হিসাব চক্র চিত্রে দেখানো যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাব চক্র বলতে বুঝায়-
- ক. হিসাব কার্যক্রমের চক্রাকার আবর্তন
- খ. হিসাবকার্যের ধাপে ধাপে সম্পন্ন হওয়া
- গ. হিসাব কর্মধারা সুশৃঙ্খল ও ধারাকাহিকভাবে সম্পন্ন হওয়া
- ঘ. সবগুলোই।

২। হিসাব চক্র হলো-
- ক. প্রতিনিয়ত হিসাব সংরক্ষণ করা
- খ. হিসাবের কাজগুলো ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা
- গ. চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা
- ঘ. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়।

৩. "যে ক্রম বা ধারাবাহিকতায় হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে হিসাব চক্র বলে" এটি কার উক্তি -
- ক. Batliboi
- খ. Luca Pacioli
- গ. I.M. Pandey
- ঘ. Marquitz.

৪. কোন্‌টি হিসাবচক্রের ধাপ নয় ?
- ক. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ
- খ. লেনদেন শ্রেণীবদ্ধকরণ
- গ. লেনদেন সংক্ষিপ্তকরণ
- ঘ. লেনদেনের রির্পোটকরণ।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাব চক্র কি?

২. হিসাব চক্র চিত্রের সাহায্যে দেখান।

পাঠ-২

হিসাব চক্রের ধাপ
Steps in Accounting Cycle

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব চক্রের ধাপগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

হিসাব চক্রের ধাপসমূহ (Steps in Accounting Cycle) :

প্রতিষ্ঠান চলমান থাকাকালীন হিসাব চক্রটি প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে। হিসাব চক্রের ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. **লেনদেন সনাক্তকরণ ও পরিমাপকরণ (Indentification and Measurement of Transactions) ঃ** হিসাব চক্রের প্রথম ধাপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাগুলো থেকে লেনদেন সনাক্তকরণ ও অর্থের মাপ কাঠিতে পরিমাপ করতে হয়। যে সমস্ত ঘটনা অনার্থিক এবং টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না তা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না।

২. **লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ (Recording Transactions) ঃ** হিসাব চক্রের দ্বিতীয় ধাপে হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈতসত্তা বিশ্লেষণ করে এক পক্ষকে ডেবিট ও অন্য পক্ষকে ক্রেডিট করে প্রাথমিক পর্যায়ে তারিখ অনুযায়ী হিসাবের বই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ করাকে জাবেদাভুক্তকরণ বলা হয়। হিসাব কার্যক্রমে জাবেদার গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ এই বইতে কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করা না হলে পরবর্তী হিসাবগুলি সঠিক হয় না।

৩. **শ্রেণীবদ্ধকরণ (Classification of Transations) ঃ** লেনদেনগুলোকে জাবেদাভুক্তকরণের পর সমজাতীয় লেনদেনগুলো শ্রেণীবিন্যাস করে পৃথক পৃথক শিরোণামে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ কার্যক্রমকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলা হয়। যে হিসাবের বইতে লেনদেনসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে ও সংক্ষিপ্তাকারে পাকাপাকিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান(Ledger) বলে। খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করার কাজকে খতিয়ানভুক্তকরণ (Ledger posting) বলা হয়।

৪. **সংক্ষিপ্তকরণ (Summarizing) ঃ** খতিয়ানস্থিত হিসাবসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহ নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকাকে রেওয়ামিল বলে। রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে তথ্য সরবরাহ করার জন্য। রেওয়ামিলের দুইপার্শ্ব সর্বদাই সমান হয়। এক্ষেত্রে সমস্ত খতিয়ানের জের ১টি শীটে উপস্থাপন করা হয় বলে এ ধাপকে সংক্ষিপ্তকরণ বলা হয়।

৫. **সমন্বয় ও সমাপনি দাখিলা (Adjusting and Closing Entrises) ঃ** রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর বকেয়া ও অগ্রিম আয়-ব্যয় সমন্বয় করে হিসাব কালের সঠিক আয়-ব্যয় নির্ণয় করা হয়। হিসাবের কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকলে সংশোধন করতে হয়। এরূপ সমন্বয় ও সংশোধন, সমন্বয় ও সংশোধনী দাখিলার মাধ্যমে করা হয়। তাছাড়া, মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবগুলোর উদ্বৃত্ত আর্থিক বিবরণীতে স্থানান্তর করে মুনাফাজাতীয় হিসাবসমূহ বন্ধ করতে হয়। *মুনাফা জাতীয় হিসাব বন্ধের জন্য যে দাখিলা দেয়া হয় তাকে সমাপনী দাখিলা বলে।*

৬. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Financial Statements) ঃ** রেওয়ামিল ও সমন্বয় তথ্য নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত হিসাবকাল শেষে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীসমূহের মধ্যে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী, আয় বিবরণী ও উদ্বৃতপত্র প্রধান।

৭. **বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখাদান (Analysis and Interpretation of Statements) ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ যেমন মালিক, ব্যবস্থাপনা, পাওনাদার, দেনাদার, কর্মচারী, সরকার, কর কর্তৃপক্ষ, জনসাধারণ, গবেষক প্রমুখ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রয়োজন অনুভব করে। আর্থিক বিবরণী ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে তথ্য বিবরণ ও প্রতিবেদনের আকারে ঐ সমস্ত পক্ষগুলোকে সরবরাহ করে। বিবরণী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুপাত, তহবিল বিবরণী, সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা হয়।

৮. **প্রারম্ভিক জাবেদা লিখন (Opening Journal Entries) ঃ** হিসাবকাল শেষে সম্পত্তি ও দায় হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত একটি প্রারম্ভিব জাবেদার মাধ্যমে পরবর্তী বৎসরের হিসাব বইয়ে স্থানান্তর করা হয়। এভাবেই বিগত ও চলতি বৎসরের হিসাবের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এভাবে হিসাবরক্ষণ চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

হিসাব চক্রের ধাপগুলি সমান সময়ের পরিসরে সংঘটিত হয় না। জাবেদাভুক্তকরণ দৈনিক ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। খতিয়ানভুক্তকরণ কাজটি সাধারণত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে করা হয়। তবে প্রতিনিয়ত জাবেদা ও খতিয়ানভূক্তকরণও সম্ভব। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য যে কোন সময়ই রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়। তবে সাধারণত হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় এবং সমন্বয় ও সমাপণী দাখিলা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা যায়।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিসাবচক্রের ধাপগুলো সম্পাদনে যে সময় প্রয়োজন বর্তমান যুগে হিসাবকার্যে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সেই সময় পরিসর অনেক হ্রাস পেয়েছে। কম্পিউটারে হিসাব সংরক্ষণ করলে মূলতঃ যে কোন সময়েই হিসাবের আর্থিক বিবরণী পাওয়া সম্ভব।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম ধাপে ধাপে চক্রাকারে সম্পাদিত হয়। প্রথমে লেনদেন চিহ্নিত ও পরিমাপ করে জাবেদাভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত খতিয়ান হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। তৃতীয়ত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এরপর সমন্বয় ও সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয়। তারপর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও বিশ্লেষণ করা হয়। সবশেষে, পরবর্তী হিসাব কালের জন্য সম্পত্তি ও দায় স্থানান্তর করতে প্রাথমিক জাবেদা এন্ট্রি দেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ?
- ক. লেনদেন চিহ্নিত ও পরিমাপকরণ
- খ. জাবেদাভূক্তকরণ
- গ. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
- ঘ. সবগুলোই।

২। কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়?
- ক. খতিয়ান হিসাব প্রস্তুত করা
- খ. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
- গ. সমন্বয় ও সমাপনী দাখিলা
- ঘ. ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৩। প্রাথমিক পর্যায়ে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় -
- ক. জাবেদায়
- খ. খতিয়ানে
- গ. রেওয়ামিলে
- ঘ. আর্থিক বিবরণীতে।

৪। কোন্‌টি সত্য নয়?
- ক. লেনদেন প্রথমে জাবেদায় লেখা হয়
- খ. জাবেদা থেকে লেনদেন শ্রেণীবদ্ধকরে খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়
- গ. খতিয়ানের জের নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়
- ঘ. খতিয়ানে লেনদেন লিপিবদ্ধ করেও রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়।

৫। কোনটি সত্য নয়?
- ক. সমন্বয় দাখিলা ও রেওয়ামিল হিসাবকাল শেষে প্রস্তুত করা হয়
- খ. নামিক হিসাবের জের পরবর্তী হিসাব কালে স্থানান্তর করা হয়
- গ. শুধুমাত্র সম্পত্তি ও দায় পরবর্তী বৎসরে স্থানান্তরের জন্য প্রাথমিক জাবেদা এন্ট্রি দেয়া হয়
- ঘ. সমাপণী দাখিলা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির সময় দেয়া হয়।

৬। হিসাব চক্রের কোন ধাপটি হিসাবকালের শেষে সম্পন্ন হয়?
- ক. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
- খ. সমন্বয় ও সমাপনী দাখিলা
- গ. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
- ঘ. সবগুলোই।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাব চক্রের ধাপগুলি আলোচনা করুন।
২. হিসাব চক্রের ধাপগুলি সম্পাদনের সময় পরিসর ব্যাখ্যা করুন।
৩. হিসাব চক্রের কোন ধাপগুলি প্রতিনিয়ত ও কোনগুলি হিসাব কার্য শেষে সম্পাদিত হয় ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩ হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা পদ্ধতি
(Procedure of Maintaining Continuity of Accounts)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি,

- হিসাব চক্র কিভাবে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাব চক্র কিভাবে বিগত ও চলতি হিসাবকালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাব চক্রের মাধ্যমে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা (Maintenance of Continuity of Accounts) ঃ

হিসাববিজ্ঞানের চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। ব্যবসায়ের হিসাব কার্যক্রমও বছরের পর পছর ধরে চলতে থাকে। কোন এক বছরের হিসাব কার্যক্রম শেষ হলে পরবর্তী বছরেও হিসাব কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত থাকে। এ জন্য বিগত বছরে কোন ব্যয় বকেয়া থাকলে তা সমন্বয় করা হয়, আবার কোন ব্যয় অগ্রিম প্রদত্ত হলে তাও হিসাবভুক্ত করা হয়। একইভাবে কোন আয় বিগত বছরে আদায় না হলে অথবা কোন অগ্রিম আদায় হলে তা যথারীতি সমন্বয়ের মাধ্যমে হিসাবভুক্ত করা হয়। হিসাবকাল শেষে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহ সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে হিসাব চক্র চলতি বছর ও বিগত বছরের হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় হিসাব চক্রের সমন্বয়, সমাপনী, বিপরতি ও প্রারম্ভিক জাবেদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে উদাহরণসহ বর্ণনা করা হল ঃ

১। **সমন্বয় দাখিলা (Adjusting Entries) ঃ** নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, দায় বা অন্য কোন লেনদেন সমন্বয় করা প্রয়োজন হয়, যা সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন বকেয়া ভাড়া ৫,০০০ টাকা ও অগ্রিম বীমা ১০,০০০ টাকা।

সমন্বয় জাবেদা হবে-

		টাকা	টাকা
ভাড়া হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	
বকেয়া ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		৫,০০০
অগ্রিম বমিা হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
বীমা প্রিমিয়াম হিঃ	ক্রেডিট		১০,০০০

২। **সমাপনী জাবেদা ঃ** নামিক হিসাব তথা মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত হিসাবকাল শেষে সমাপণী দাখিলার মাধ্যমে আয় বিবরণী বা লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করে সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহ বন্ধ করা হয়। একইভাবে আয় বিবরণীর নীট লাভ বা ক্ষতি মূলধন হিসাবে এবং উত্তোলন হিসাবও মূলধনে স্থানান্তর করে আয় বিবরণী ও উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হয়। সমাপনী দাখিলা সাধারণ নিম্নোক্ত চারটি এন্ট্রির মাধ্যমে দেয়া হয়।

ক) আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট
বিভিন্ন ব্যয় হিসাব ক্রেডিট

খ) বিভিন্ন আয় হিসাব ডেবিট
আয় বিবরণী হিসাব ক্রেডিট

গ) আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট
মূলধন হিসাব ক্রেডিট
(এই দাখিলাটি মুনাফা হলে দিতে হবে। ক্ষতি হলে বিপরীত দাখিলা হবে।)

ক্ষতির ক্ষেত্রে ঃ
সম্পত্তি হিসাব ডেবিট
আয় বিবরণী হিসাব ক্রেডিট

ঘ) মূলধন হিসাব ডেবিট
উত্তোলন হিসাব ক্রেডিট

৩। বিপরীত জাবেদা (Reversal Entry) ঃ বিগত হিসাবকালের সমন্বয়গুলোর জের চলতি হিসাবকালে সমাপ্ত করার জন্য বিপরীত দাখিলার প্রয়োজন হয়। সমন্বয় জাবেদার বিপরীত দাখিলাই বিপরীত জাবেদা। এই দাখিলার ফলে বকেয়া হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য হয় এবং চলতি বছরের ব্যয় ও বিগত বছরের ব্যয়ের বিভাজন সুস্পষ্ট হয়, ফলে প্রাপ্য/প্রদেয়ভিত্তিক হিসাব নিশ্চিত হয়।

নিম্নে সমন্বয় দাখিলার পাশাপাশি বিপরীত দাখিলা উদাহরণসহ দেখানো হল ঃ

বিবরণ	হিসাবকাল ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২			হিসাবকাল ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩		
	সমন্বয়ী দাখিলা (Adjusting Entries)			**বিপরীত দাখিলা (Reversal entries)**		
১। বকেয়া বেতন ৫,০০০ টাকা	বেতন হিসাব	ডেঃ	৫,০০০	বকেয়া বেতন হিসাব	ডেঃ	৫,০০০
	বকেয়া বেতন হিঃ	ক্রেঃ	৫,০০০	বেতন হিসাব	ক্রেঃ	৫,০০০
২। প্রাপ্য কমিশন অনাদায়ী ৬,০০০ টাকা	প্রাপ্য কমিশন হিসাব	ডেঃ	৬,০০০	কমিশন হিসাব	ডেঃ	৬,০০০
	কমিশন হিসাব	ক্রেঃ	৬,০০০	প্রাপ্য কমিশন হিঃ	ক্রেঃ	৬,০০০
৩। অগ্রিম বীমা ৮,০০০ টাকা	অগ্রিম বীমা প্রিমিয়াম হিঃ	ডেঃ	৮,০০০	বীমা প্রিমিয়াম হিঃ	ডেঃ	৮,০০০
	বীমা প্রিমিয়াম হিসাব	ক্রেঃ	৮,০০০	অগ্রিম বীমা প্রিমিঃ হিঃ	ক্রেঃ	৮,০০০

৪। **প্রারম্ভিক জাবেদা (Opening Entres) ঃ** প্রারম্ভিক জাবেদার মাধ্যমে বিগত বছরের সম্পত্তি ও দায়সমূহ নতুন হিসাবকালের জন্য হিসাবের বইতে স্থানান্তর করা হয়। যেমন- বিগত হিসাবকাল শেষে সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ ছিল নগদ ২০,০০০ টাকা, মজুত পণ্য ৭০,০০০ টাকা, দেনাদার ১৫,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি ৪৫,০০০ টাকা, পাওনাদার ৮০,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ২০,০০০ টাকা এবং মূলধন ৫০,০০০ টাকা। চলতি হিসাব কালে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রারম্ভিক জাবেদার মাধ্যমে বিগত হিসাবকালের সম্পত্তি ও দায়গুলো আনতে হবে। প্রারম্ভিক জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

		টাকা	টাকা
নগদান হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	
মজুত পণ্য হিসাব	ডেবিট	৭০,০০০	
দেনাদার হিসাব	ডেবিট	১৫,০০০	
যন্ত্রপাতি হিসাব	ডেবিট	৪৫,০০০	
পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট		৮০,০০০
প্রদেয় বিল হিসাব	ক্রেডিট		২০,০০০
মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		৫০,০০০

(বিগত হিসাবকালের সম্পত্তি ও দায় চলতি হিসাব কালে আনা হল।)

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, হিসাব চক্র বিগত ও চলতি হিসাবকালের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাব কার্যক্রম বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। এক বছরের কার্যক্রম শেষ হলে পরের বছরে আবার শুরু হয়। হিসাব চক্র সমন্বয়, সমাপনী, বিপরীত ও প্রারম্ভিক দাখিলার মাধ্যমে চলতি বছর ও বিগত বছরের হিসাব ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোনটি হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ভূমিকা পালন করে?
ক. সমন্বয়ী জাবেদা খ. বিপরতি জাবেদা
গ. প্রারম্ভিক জাবেদা ঘ. সবগুলোই।

২। কোনটি হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ভূমিকা পালন করে না?
ক. সমন্বয়ী জাবেদা খ. সমাপনী জাবেদা
গ. প্রারম্ভিক জাবেদা ঘ. ভুল সংশোধনী জাবেদা।

৩। কোনটির জন্য প্রারম্ভিক জাবেদা প্রয়োজন নেই?
ক. বিগত বছরের নগদ খ. বিগত বছরের দায়
গ. বিগত বছরের মূলধন ঘ. বিগত বছরের বকেয়া খরচ।

৪। কোনটির জন্য সমন্বয়ী জাবেদা প্রয়োজন?
ক. বকেয়া খরচ খ. অগ্রিম খরচ
গ. অগ্রিম প্রাপ্ত আয় ঘ. সবগুলোই।

৫। কোনটির জন্য সমাপনী দাখিলা প্রয়োজন?
ক. বেতন হিসাব খ. ভাড়া হিসাব
গ. বিবিধ খরচ হিসাব ঘ. সবগুলোই।

৬। কোনটির জন্য সমাপনী দাখিলা প্রয়োজন নেই?
ক. প্রাপ্ত কমিশন হিসাব খ. বাট্টা প্রাপ্তি হিসাব
গ. লভ্যাংশ প্রাপ্তি হিসাব ঘ. অগ্রিম আয় হিসাব।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাব চক্র হিসাবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে- ব্যাখ্যা করুন।

২. সমন্বয়ী ও প্রারম্ভিক জাবেদা কিভাবে হিসাবে ধারাবাহিকতা রক্ষায় ভূমিকা পালন করে- আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১	ঃ	১। ঘ,	২। খ,	৩। ক,	৪। খ,		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২	ঃ	১। ঘ,	২। ঘ,	৩। ক,	৪। ঘ,	৫। ঘ,	৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩	ঃ	১। ঘ,	২। ঘ,	৩। ঘ,	৪। ঘ,	৫। ঘ।	